অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততা এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে **“অবশ্যই সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততা এবং আল্লাহর উপর নির্ভরতা”**।

আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কোরআনুল কারীমে ইরশাদ করেন:

১। **সওম পালনের নির্দেশ দান, যারা রোগাক্রান্ত ও সফরে থাকবে তারা অন্য সময় সওম পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্যে সহজ করে দিতে চান এবং তিনি তোমাদের জন্যে কঠিন করতে চান না।**

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيَ أُنْزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٨٥﴾

রামাযান মাস, ইহাতে মানুষের দিশারী এবং সৎপথের স্পষ্ট নিদর্শন ও সত্যাসত্যের পার্থক্যকারীরূপে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যাহারা এই মাস পাইবে তাহারা যেন এই মাসে সিয়াম পালন করে। এবং কেহ পীড়িত থাকিলে কিংবা সফরে থাকিলে অন্য সময় এই সংখ্যা পূরণ করিবে। আলাহ্ তোমাদের জন্য যাহা সহজ তাহা চাহেন এবং যাহা তোমাদের জন্য কষ্টকর তাহা চাহেন না এইজন্য যে, তোমরা সংখ্যা পূর্ণ করিবে এবং তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করিবার কারণে তোমরা আলাহ্র মহিমা ঘোষণা করিবে এবং যাহাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে পার। সূরা আল বাকারা ২ঃ ১৮৫

২। **আল্লাহকে যে ভয় করে, আল্লাহ তার সমস্যার সমাধান সহজ করে দিবেন।**

وَٱللاَّئِى يَئِسْنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِّسَآئِكُمْ إِنِ ٱرْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ وَٱللاَّئِى لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلاَتُ ٱلأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً ﴿٤﴾

To learn more click here

তোমাদের যে সকল স্ত্রীর আর ঋতুমতী হইবার আশা নাই তাহাদের 'ইদ্দত সম্পর্কে তোমরা সন্দেহ করিলে তাহাদের 'ইদ্দতকাল হইবে তিন মাস এবং যাহারা এখনও রজঃস্বলা হয় নাই তাহাদেরও ; আর গর্ভবতী নারীদের 'ইদ্দতকাল সন্তান প্রসব পর্যন্ত । আল্লাহকে যে ভয় করে আল্লাহ্ তাহার সমস্যা সমাধান সহজ করিয়া দিবেন । সূরা আত তালাক ৬৫ঃ ৪

৩। **আল্লাহ যাকে যে সামর্থ্য দিয়েছেন, তার চেয়ে বেশি বোঝা তিনি তার উপর চাপান না। আল্লাহ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি।**

لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً ﴿٧﴾

বিত্তবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করিবে এবং যাহার জীবনোপকরণ সীমিত সে আল্লাহ্ যাহা দান করিয়াছেন তাহা হইতে ব্যয় করিবে । আল্লাহ্ যাহাকে যে সামর্থ্য দিয়াছেন তদপেক্ষা গুরুতর বোঝা তিনি তাহার উপর চাপান না । আল্লাহ্ কষ্টের পর দিবেন স্বস্তি । সূরা আত তালাক ৬৫ঃ ৭

৪। **কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে।**

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴿٥﴾

কষ্টের সঙ্গেই তো স্বস্তি আছে, সূরা ইনশিরাহ ৯৪ঃ ৫

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً ﴿٦﴾

অবশ্য কষ্টের সঙ্গেই স্বস্তি আছে । সূরা ইনশিরাহ ৯৪ঃ ৬

৫। **আমরা তোমার যবানে কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি।**

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْماً لُّدّاً ﴿٩٧﴾

আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি যাহাতে তুমি উহা দ্বারা মুত্তাকীদেরকে সুসংবাদ দিতে পার এবং বিতণ্ডাপ্রবণ সম্প্রদায়কে উহা দ্বারা সতর্ক করিতে পার । সূরা মারিয়াম ১৯ঃ ৯৭

To learn more click here

৬।	**(আমার প্রভু) আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও।**

وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿٢٦﴾

এবং আমার কর্ম সহজ করিয়া দাও । সূরা আত ত্বাহা ২০ঃ ২৬

৭।	**এই কুরআনকে আমরা তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি।**

فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥٨﴾

আমি তো তোমার ভাষায় কুরআনকে সহজ করিয়া দিয়াছি, যাহাতে উহারা উপদেশ গ্রহণ করে । সূরা আদ দুখান ৪৪ঃ ৫৮

৮।	**আমরা কোরআনকে বুঝার ও উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে সহজ করে দিয়েছি।**

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ? সূরা আল কামার ৫৪ঃ ১৭

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ? সূরা আল কামার ৫৪ঃ ২২

وَلَقَد يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ﴿٣٢﴾

কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ? সূরা আল কামার ৫৪ঃ ৩২

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ﴿٤٠﴾

To learn more click here

কুরআন আমি সহজ করিয়া দিয়াছি উপদেশ গ্রহণের জন্য; অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি ? সূরা আল কামার ৫৪ঃ ৪০

৯। **<u>তারপর তিনি (আল্লাহ) সহজ করে দেন তার জীবন চলার পথ।</u>**

ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُۥ ﴿٢٠﴾

অতঃপর উহার জন্য পথ সহজ করিয়া দেন; সূরা আবাসা ৮০ঃ ২০

১০। **<u>আমরা তোমার জন্যে সহজ পথকে সহজ করে দেব।</u>**

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٨﴾

আমি তোমার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ । সূরা আল আ'লা ৮৭ঃ ৮

১১। **<u>আমরা তার জন্য সহজ করে দেবো সহজ (কল্যাণের) পথকে।</u>**

وَصَدَّقَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٦﴾

এবং যাহা উত্তম তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৬

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْيُسْرَىٰ ﴿٧﴾

আমি তাহার জন্য সুগম করিয়া দিব সহজ পথ । সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৭

১২। **<u>আমরা তার জন্যে সহজ করে দেবো কঠিন (অকল্যাণের) পথকে।</u>**

وَكَذَّبَ بِٱلْحُسْنَىٰ ﴿٩﴾

আর যাহা উত্তম তাহা অস্বীকার করিলে, সূরা আল লাইল ৯২ঃ ৯

فَسَنُيَسِّرُهُۥ لِلْعُسْرَىٰ ﴿١٠﴾

তাহার জন্য আমি সুগম করিয়া দিব কঠোর পথ । সূরা আল লাইল ৯২ঃ ১০

To learn more click here

১৩। অতএব যতটুকু সহজ কুরআন থেকে পাঠ করো।

فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴿٢٠﴾

অতএব যতটুকু সহজ কোরআন থেকে পাঠ করো এবং সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহকে করজ (ঋণ) দাও উত্তর করজ। সূরা মুজ্জাম্মিল ৭৩ ২০

১৪। দান করার সামর্থ্য যদি না থাকে, তাহলে তাদের সাথে সহজ ও কোমলভাবে কথা বলবে।

وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ٱبْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٨﴾

এবং যদি উহাদের হইতে তোমার মুখ ফিরাইতেই হয়, তোমার প্রতিপালকের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভের প্রত্যাশায়, তাহা হইলে উহাদের সঙ্গে নম্রভাবে কথা বলিও; সূরা বনী ইসরাঈল ১৭ঃ ২৮

১৫। কাফিররা বলবে: আজ এক ভয়াবহ কঠিন দিন।

مُّهْطِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَٰفِرُونَ هَٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

উহারা আহ্বানকারীর দিকে ছুটিয়া আসিবে ভীত-বিহ্বল হইয়া। কাফিররা বলিবে, ‘কঠিন এই দিন।' সূরা আল কামার ৫৪ঃ ৮

১৬। সেই দিনটি (কেয়ামতের) হবে এক কঠিন দিন।

فَذَٰلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾

সেই দিন হইবে এক সংকটের দিন- সূরা আল মুদ্দাসসীর ৭৪ঃ ৯

১৭। যার কৃতকর্মের রেকর্ড ডান হাতে দেয়া হবে, তার কাছ থেকে নেয়া হবে সহজ হিসাব।

فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ ﴿٧﴾

যাহাকে তাহার ‘আমলনামা তাহার দক্ষিণ হস্তে দেওয়া হইবে। সূরা ইনশিকাক ৮৪ঃ ৭

To learn more click here

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً ﴿٨﴾

তাহার হিসাব-নিকাশ সহজেই লওয়া হইবে । সূরা ইনশিকাক ৮৪ঃ ৮

ر س ی দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ পবিত্র কোরআন মজিদে ৪৪ বার এসেছে। “সহজ করা”, "সহজ হওয়া”, “সহজভাবে পাওয়া” ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

ر س ع দ্বারা গঠিত শব্দ সমূহ পবিত্র কুরআনুল কারীমে ১২ বার এসেছে। “কঠিন”, “দুঃখ-কষ্ট”, ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার হয়েছে। একস্থানে “একমত না হওয়া” অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে।

বুখারী শরীফের হাদীসঃ

Abu Sa'id al-Khudri reported that the Prophet, (pbuh) said, "No Muslim makes supplication - unless he is someone who has cut off his relatives - but that he is given one of three things: either his supplication is answered quickly, or it is stored up for him in the Next World, or evil equal to it is averted from him." It was said, "Then many supplications will be made." He replied, "Allah has more still to give." [Al-Adab Al-Mufrad Hadith 107]

১৫২৩. ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়ামানের অধিবাসীগণ হাজ্জে গমনকালে পাথেয় সঙ্গে নিয়ে যেতো না এবং তারা বলছিল, আমরা আল্লাহর প্রতি নির্ভরশীল। কিন্তু মক্কায় উপনীত হয়ে তারা মানুষের দ্বারে দ্বারে যাচনা করে বেড়াতো। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ অবতীর্ণ করেনঃ (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى) ‘‘তোমরা পাথেয়ের ব্যবস্থা কর, আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়’’।(আল-বাকারাহঃ ১৯৭) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১৪২৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১৪৩০)

So, for coronavirus necessary precaution must be taken including medicine/ vaccine (when available), but depend (twakkul) on Allah for cure.

রিয়াযুস স্বা-লিহীন

৮০. উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি, ‘‘যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি যথাযোগ্য ভরসা রাখ, তবে তিনি তোমাদেরকে সেই মত রুযী

To learn more click here

দান করবেন যেমন পাখীদেরকে দান করে থাকেন। তারা সকালে ক্ষুধার্ত হয়ে (বাসা থেকে) বের হয় এবং সন্ধ্যায় উদর পূর্ণ করে (বাসায়) ফিরে।''

ইস্তিখারার দোয়াঃ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ الْعَظِيمِ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي قَالَ وَيُسَمِّي حَاجَتَهُ.

১১৬২. জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ্ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সব কাজে ইস্তিখারাহ্* শিক্ষা দিতেন। যেমন পবিত্র কুরআনের সূরাহ্ আমাদের শিখাতেন। তিনি বলেছেনঃ তোমাদের কেউ কোন কাজের ইচ্ছা করলে সে যেন ফরজ নয় এমন দু'রাক'আত সালাত আদায় করার পর এ দু'আ পড়েঃ ''প্রভু হে! আমি তোমার জ্ঞানের ওয়াসিলাহেত তোমার অনুমতি কামনা করছি; তোমার কুদরতের ওয়াসিলায় শক্তি চাচ্ছি আর তোমার অপার করুণা ভিক্ষা করছি। কারণ তুমিই সর্বশক্তিমান আর আমি দুর্বল। তুমিই জ্ঞানী আর আমি অজ্ঞ এবং তুমিই সর্বজ্ঞ। প্রভু হে! তুমি যদি মনে কর যে, এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায়, ইহকালে ও পরকালে সত্বর কিংবা বিলম্বে আমার পক্ষে মঙ্গলজনক হবে তা হলে আমার জন্য তা নির্ধারিত করে দাও এবং তার প্রাপ্তি আমার জন্য সহজতর করে দাও। অতঃপর তুমি তাতে বারাকাত দাও। আর যদি তুমি মনে কর এই জিনিসটি আমার দ্বীন ও দুনিয়ায় ইহকালে ও পরকালে আমার জন্য ক্ষতিকর হবে শীঘ্র কিংবা বিলম্বে তাহলে তুমি তাকে আমা হতে দূর করে দাও এবং আমাকে তা হতে দূরে রাখো; অতঃপর তুমি আমার জন্য যা মঙ্গলজনক তা ব্যবস্থা কর- সেটা যেখান থেকেই হোক না কেন এবং আমাকে তার প্রতি সন্তুষ্টচিত্ত করে তোল।'' (সহীহ বুখারী)

তিনি ইরশাদ করেন هَذَا الْأَمْرَ তার প্রয়োজনের কথা উল্লেখ করবে। (৬৩৮২, ৭৩৯০) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ১০৮৮, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ১০৯৩)

To learn more click here

সাইয়েদুল ইস্তেগফার-(তওবার শ্রেষ্ঠ দোআ)

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلٰى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّه‘‘ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ -

৬৩০৬. শাদ্দাদ ইবনু আউস (রাঃ) হতে বর্ণিত। নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ সাইয়্যিদুল ইস্তিগফার হলো বান্দার এ দু‘আ পড়া- ‘‘হে আল্লাহ! তুমি আমার প্রতিপালক। তুমিই আমাকে সৃষ্টি করেছ। আমি তোমারই গোলাম। আমি যথাসাধ্য তোমার সঙ্গে কৃত প্রতিজ্ঞা ও অঙ্গীকারের উপর আছি। আমি আমার সব কৃতকর্মের কুফল থেকে তোমার কাছে আশ্রয় চাচ্ছি। তুমি আমার প্রতি তোমার যে নি‘য়ামত দিয়েছ তা স্বীকার করছি। আর আমার কৃত গুনাহের কথাও স্বীকার করছি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।’’
যে ব্যক্তি দিনে (সকালে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ ইসতিগফার পড়বে আর সন্ধ্যা হবার আগেই সে মারা যাবে, সে জান্নাতী হবে। আর যে ব্যক্তি রাতে (প্রথম ভাগে) দৃঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে এ দু‘আ পড়ে নেবে আর সে ভোর হবার আগেই মারা যাবে সে জান্নাতী হবে। [৬৩২৩] (আধুনিক প্রকাশনী- ৫৮৬১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৫৭৫৪)

৭১৩১। আবূ হুরায়রা (রহঃ) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পূর্বে তোমরা নেক আমল করতে আরম্ভ কর। তা হল দাজ্জাল, ধোঁয়া, দাব্বাতুল আরদ, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া ব্যাপক বিষয় (কিয়ামত) এবং খাস বিষয় (ব্যাক্তির মৃত্যু)। (সহীহ মুসলিম)

৭৪৬৩. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ আল্লাহর পথে জিহাদের নিয়্যত নিয়ে যে লোক বের হবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ এবং তাঁর কলেমার প্রতি বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কিছু তাকে তার ঘর থেকে বের করেনি, তবে এমন লোকের জন্য আল্লাহ্ যামিন হয়ে যান। হয়তো তিনি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবেন, নইলে সে যে সওয়াব ও গনীমাত হাসিল করেছে, তা সহ তাকে তার বাসস্থানে ফিরিয়ে আনবেন। [৩৬] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৯৪৫, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯৫৫)

To learn more click here

৭৫০৫. আবূ হুরাইরাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ বলেছেনঃ আল্লাহ্ বলেনঃ আমার সম্পর্কে আমার বান্দার ধারণার মতই ব্যবহার করে থাকি। [৭৪০৫] (আধুনিক প্রকাশনী- ৬৯৮৬, ইসলামিক ফাউন্ডেশন- ৬৯৯৬)

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, আল্লাহর কুরআন সত্য। আল্লাহর কথা সত্য। "সংকীর্ণতার সাথে আছে প্রশস্ততা"। COVID-19 আল্লাহর পরীক্ষা। ধৈর্য ধারণ করতে হবে। সাবধানতা, ও স্বাস্থ্যবিধি পরিপালন করতে হবে। কিন্তু মনে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে আল্লাহর উপর। নির্ভর করতে হবে আল্লাহর উপর। ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য ক্ষমা চাইতে হবে আল্লাহর নিকট। ফিরে আসতে হবে আল্লাহর পথে। কোরআন ও সহীহ হাদিস বুঝতে হবে। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক পৃথিবীতে নিজে চলতে হবে, নিজের পরিবার ও অন্যদেরকে এর পথে আহবান করতে হবে। হে আল্লাহ, মেহেরবানী করে আমাদের ক্ষমা করে দাও, COVID-19 এর মুসিবত থেকে আমাদেরকে মুক্তি দাও।

আমিন।

আসসালামুআলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।

To learn more click here